স্বাগতম

নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন
এবং হাইজিন বিষয়ক

গ্রাম ওয়াশ কমিটির নেতাদের নেতৃত্ব দানের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

কোর্সের লক্ষ্য

গ্রামের সকলের জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাম ওয়াশ কমিটির নেতাদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা উন্নয়ন করা।

কোর্সের উদ্দেশ্য

এই কোর্স শেষে অংশগ্রহণকারীগণ ঃ

১. গ্রামের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান, ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন

২. ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি সম্পর্কে জেনে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন

৩. নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং নেতৃত্ব বিকাশে উদ্বুদ্ধ হবেন

৪. দলীয় কাজের প্রয়োজনীয়তা, গতিশীলতা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন

কোর্সের উদ্দেশ্য

৫. জন যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে পারবেন

৬. মিটিং আয়োজন ও পরিচালনার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে জেনে সঠিকভাবে মিটিং পরিচালনা করতে পারবেন

৭. গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের ভূমিকা ও দায়ীত্বসমূহ বলতে পারবেন

৮. গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্ম পরিকল্পনা তৈরী ও মনিটরিং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

- পরিচয় পর্ব (রশি দিয়ে)
- দল গঠন
- নীতিমালা

আমাদের গ্রামে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন বিষয়ক সমস্যা সমূহ কি কি ?

গ্রামের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন খাতের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ

০১. ওয়াটসান কমিটি ও তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগীতা করা
০২. ওয়াটার সীলসহ ল্যাট্রিন স্থাপন করা
০৩. আর্সেনিক পরীক্ষা নিশ্চিত করা ও আর্সেনিকযুক্ত টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার না করা
০৪. সরকারের ১০০% স্যানিটেশন ঘোষণা বাস্তবায়নে সহযোগীতা করা
০৫. স্বাস্থ্য বিষয়ক স্বাস্থ্যবার্তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
০৬. সরকারী / বে-সরকারী সুযোগ সুবিধা আদায় করা
০৭. অকেজো ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল মেরামত করা
০৮. দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য তহবিল সংগ্রহ করা
০৯. এডিপির স্যানিটেশন তহবিল থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বরাদ্ধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা
১০. পানি স্যানিটেশন ও হাইজিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পালন করে কিনা তা দেখাশোনা করা

চ্যালেঞ্জসমূহ সমাধানের সম্ভাব্য উপায়

- উদ্যোগী জনগণের মাধ্যমে গ্রামের সকলকে সংগঠিত করা
- সমস্যা গুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করা
- সমস্যা সমাধানের জন্য কমিটি করে দায়িত্ব বন্টন করা
- সরকারী, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা ও গরীব জনগোষ্ঠির জন্য সুযোগ সুবিধা সমূহ নিশ্চিত করা
- স্যানিটেশনের উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা
- অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশনের ক্ষতিকর দিকসমূহ সকলের কাছে তুলে ধরা
- হাইজিনের ৭টি আচরণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- পানি ও মলবাহিত রোগ এবং আর্সেনিকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা
- কমিটির কার্যক্রম সঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করা

গ্রামের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন খাতের মূল ফোকাস

* ওয়াটার সীলযুক্ত ল্যাট্রিন নিশ্চিত করা
* ওয়াশ কর্মসূচির ৭টি আচরণ অভ্যাসে পরিনত করা
* নলকুপের গোড়া পাকা করানো
* এডিপি ২০% স্যানিটেশন খাতের বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা

ব্র্যাক

- ব্র্যাক বর্তমানে একটি আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়লাভের অব্যবহিত পরপরই বিধ্বস্ত, বিপন্ন মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্র্যাক তার যাত্রা শুরু করেছিল ।
- ১৯৭২ সাল থেকে একটি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ব্র্যাক তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

Sir Fazle Hasan Abed

Founder and Chairperson , BRAC

ওয়াশ প্রেক্ষাপট

- ব্র্যাকের বহুমাত্রিক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম কর্মসূচি হচ্ছে নিরাপদ পানি , স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কর্মসূচি।
- নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় ২০০৬ সালের মে মাস থেকে ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি শুরু করে।
- আশির দশকে গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরে গিয়ে ব্র্যাক ডায়রিয়ার চিকিৎসা খাবার স্যালাইন বানানো শিক্ষা দেয় । এরই ধারাবাহিকতায় এবার ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি ও মলবাহিত রোগ বিস্তার রোধে ওয়াশ কর্মসূচি হাতে নেয় ।

ওয়াশ কর্মসূচির লক্ষ্য

সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, নিরাপদ পানি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক MDG-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করা এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত সকলের জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিত করা।

ওয়াশ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে টেকসই ও সমন্বিত ওয়াশ সেবা প্রদান করা
- জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদ হাইজিন অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে খোলা ল্যাট্রিন, দূষিত পানি ও মানুষের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস জনিত দূষণচক্র নির্মূল করা।
- ওয়াশ সেবা সমূহের প্রসার ঘটানো এবং স্বায়ীত্বকরণ নিশ্চিত করা।

ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির উপাদান

০১. নিরাপদ পানি

০২. স্যানিটেশন

০৩. হাইজিন বা স্বাস্থ্যবিধি

০৪. স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা

স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষার ভিডিও প্রদর্শণ

হাইজিনের আচরনসমূহ

০১. ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর দুই হাত সাবান দিয়ে ধোয়া

০২. খাবার গ্রহনের আগে দুই হাত সাবান দিয়ে ধোয়া

০৩. সকলের বাড়ির কাছে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন থাকতে হবে

০৪. বাড়ীর সকল সদস্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করবে

(স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন হলো যেই ল্যাট্রিনে ওয়াটার সীল / সাইফুন / গুজনেক আছে এবং যেখানে মল মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারেনা)

হাইজিনের আচরনসমূহ

০৫. স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কারকরন

(রক্ষণাবেক্ষণ অর্থ ওয়াটার সীল /সাইফুন /গুজনেক অক্ষত আছে, গর্ত ব্যবহার করা যায় এবং ক্রুটিহীন অবকাঠামো। পরিস্কার ল্যাট্রিন অর্থ কোন দৃশ্যমান মল বা বর্জ্য মেঝেতে নেই, ওয়াটার সীল /সাইফুন /গুজনেকে কোন দৃশ্যমান মল নেই, মাছির উপস্থিতি কম বা একেবারেই নেই, তুলনামূলক ভাবে কম দুর্গন্ধ।)

হাইজিনের আচরনসমূহ

০৬. নিরাপদে পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

(নিরাপদে পানি সংগ্রহ বলতে ঢাকনা সহ পরিস্কার পাত্রে সংগ্রহ বোঝায়। যদি পানি ঢেলে নেয়া না হয় বা কলস ব্যবহার করা না হয় সেই ক্ষেত্রে পাত্র থেকে পানি নেয়ার জন্য কাছাকাছি পরিস্কার কাপ রাখতে হবে। পানিতে যাতে আঙ্গুলের স্পর্শ না লাগে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। নিরাপদ পানি সংরক্ষণ অর্থ ঢাকনাসহ পরিস্কার পাত্রে মেঝে থেকে উঁচুতে রেখে সংরক্ষণ। পরিস্কার পাত্র অর্থ হল যে পাত্রটি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার সাবান/বালু দিয়ে ঘষে ধোয়া হয়।)

০৭. খাওয়া ও রান্নার জন্য নিরাপদ উৎসের পানি ব্যবহার করতে হবে

টুইন পিট ল্যাট্রিন ও জৈব সার

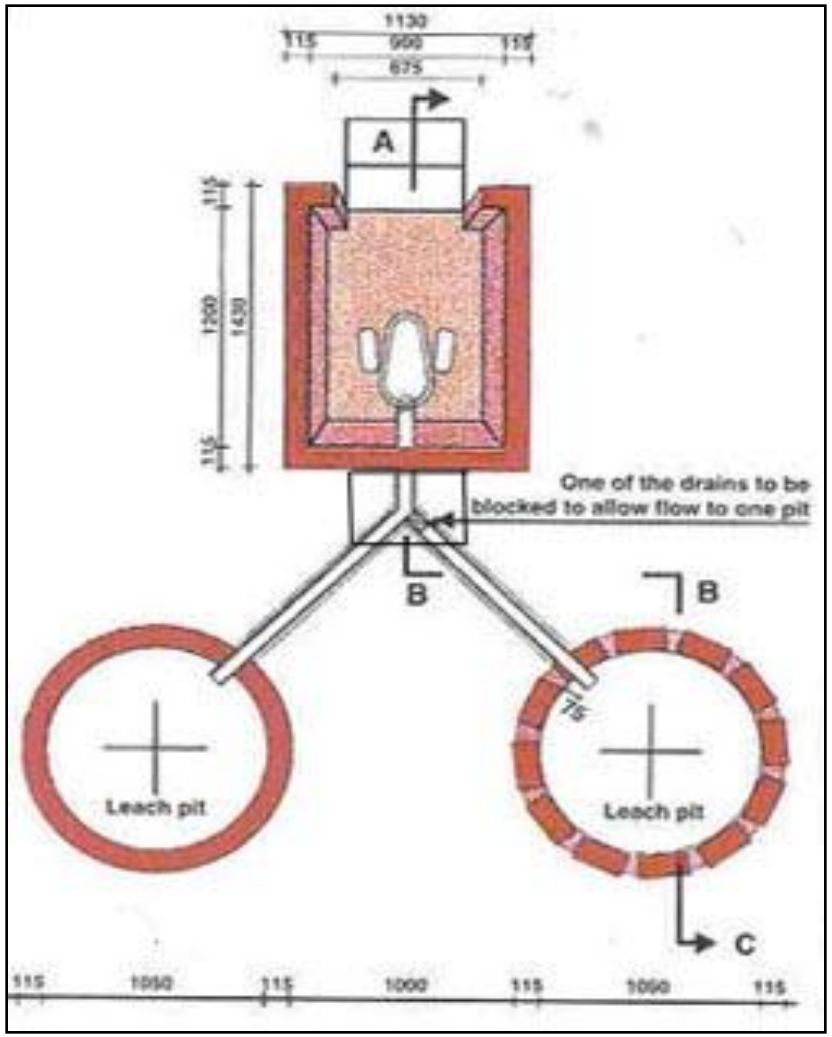

জৈব সার

জৈব সার হল এমন এক সার যা এক বা একাধিক জৈব উপাদান দ্বারা তৈরি হয়। এর উপাদানগুলো প্রণিজ বা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকে কিংবা এ দুইয়ের সমন্বয়েও গঠিত হয়। এই সার সম্পুর্নভাবে প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি, এতে কোন রকম কৃত্রিম বা রাসায়সিক উপাদান ব্যবহার হয় না। জৈব সার তৈরিতে বিভিন্ন রকম উপাদান ব্যবহৃত হয় এর মধ্যে গোবর, মুরগির বিষ্ঠা, মানব বর্জ্য, হাড়ের গুড়া অথবা প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ যেমন খনিজ চুন অন্যতম।

জৈব সারের প্রকারভেদ

প্রধানত চার ধরনের জৈবসার বাজারে দেখা যায়। এগুলো হল:

১. খনিজ জাত জৈবসার
২. প্রানিজ জৈবসার
৩. উদ্ভিদ জাত জৈবসার
৪. কম্পোষ্ট সার

জৈব সার

জৈব সারের প্রকারভেদ:

প্রধানত তিন ধরনের জৈবসার বাজারে দেখা যায়। এগুলো হল:

০১. খনিজ জাত জৈবসার : এই সার মাটির সথে খুব ধীরে ধীরে মিশে মাটির উর্বরা শক্তি দীর্ঘ কাল ধরে রাখে। যেমন: ইপসম লবন, সবুজ বালি, জিপসাম অথবা চুন ইত্যাদি।

০২. উদ্ভিদ জাত জৈবসার: বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ থেকে জৈব সার তৈরি করা হয় যাতে স্বল্প পরিমান নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম পাওয়া যায়।

চলমান.. ..

জৈব সার

৩. প্রানিজ জৈবসার: বিভিন্ন প্রাণির বর্জ্য, রক্ত, হাড়ের গুড়া বা মাছেরউচ্ছিষ্টাংশ দিয়ে এ সার তৈরি করা হয়। এ সারে শুধু বর্জ্য বা বর্জ্যের সাথে অন্যান্য উপাদান যোগ করা হয়।

৪. কম্পোষ্ট সার: নানা রকমের জৈব উপাদান পচিয়ে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে এই সার তৈরিকরা হয়। এটি সাধারনত কচুরী পানা, গৃহস্থালী বর্জ্য অথবা এর সাথে গোবর মিশিয়েতৈরি করা হয়। মানব বর্জ্য থেকেও উৎকৃষ্ট মানের সার তৈরি করা সম্ভব।

কেন জৈব সার ব্যবহার?

জৈব সারের বিভিন্ন গুনাগুনের কারনেই আমরা এই সার ব্যবহার করব। এগুলো হল:

১. **মাটির বাহ্যিক কাঠামো:** জৈব সার মাটির পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে, মাটির ক্ষয় রোধ করে, উদ্ভিদের শিকরকে খুব সহজেই মাটির গভীরে যেতে সহায়তা করে এবং মাটির তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখে।

২. **মাটির পুষ্টি:** জৈব সার মাটির খাদ্য হিসাবে কাজ করে। এটি মাটিতে বিভিন্ন উপকারি উপাদান বৃদ্ধি করে। মাটির স্থিতিশীলতা বজায় রাখে এবং রাসায়নিক সারের প্রয়োগ কমাতে সাহায্য করে।

৩. **মাটির জৈব উপাদান:** এই সার মাটির জন্য উপকারি অনুজীব বৃদ্ধি করে, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে, ফসলের রোগ প্রতিরোধ করে। সর্বোপরি এটা মাটির প্রাকৃতিক ছাকনি হিসাবে কাজ করে।

মানব বর্জ্য থেকে তৈরি জৈব সারের ধারনা

মানব বর্জ্য একটি উৎকৃষ্ট জৈব সার। বিভিন্ন দেশে এই জৈব সার ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানব বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরি সম্পূর্ন একটি নতুন ধারনা। বিভিন্ন গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত থেকে আমরা দেখেছি যে মানুষের বর্জ্য থেকেও উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার তৈরি করা সম্ভব। এটি হলে আমাদের দুটি উপকার হবে:

- পরিবেশের সুরক্ষা
- ফসলের ব্যাপক উৎপাদন

সমপরিমান গোবর সার ও মানব বর্জ্য জৈব সারের মধ্যে পুষ্টি উপাদানগত পার্থক্য:

সার	নাইট্রোজেন(%)	ফসফরাস(%)	পটাশিয়াম(%)
মানব বর্জ্য জৈব সার	১.৫৮	১.৫৩	০.২৫
গোবর সার	১.০২	০.৭	১.০০

মানব বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরির পদ্ধতি

পিট বর্জ্য সংগ্রহ

↓

রৌদ্রে ভালভাবে শুকানো (২মাস)

↓

ভালভাবে গুড়া করা

↓

ছাই মিশানো (যদি প্রয়োজন হয়)

↓

চালুনি দিয়ে ছেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ যেমন ইটের টুকরা, কাঁচ, গাছের শিকর ইত্যাদি আলাদা করা

↓

বস্তায় ভরা

ব্যবসার ধারনা

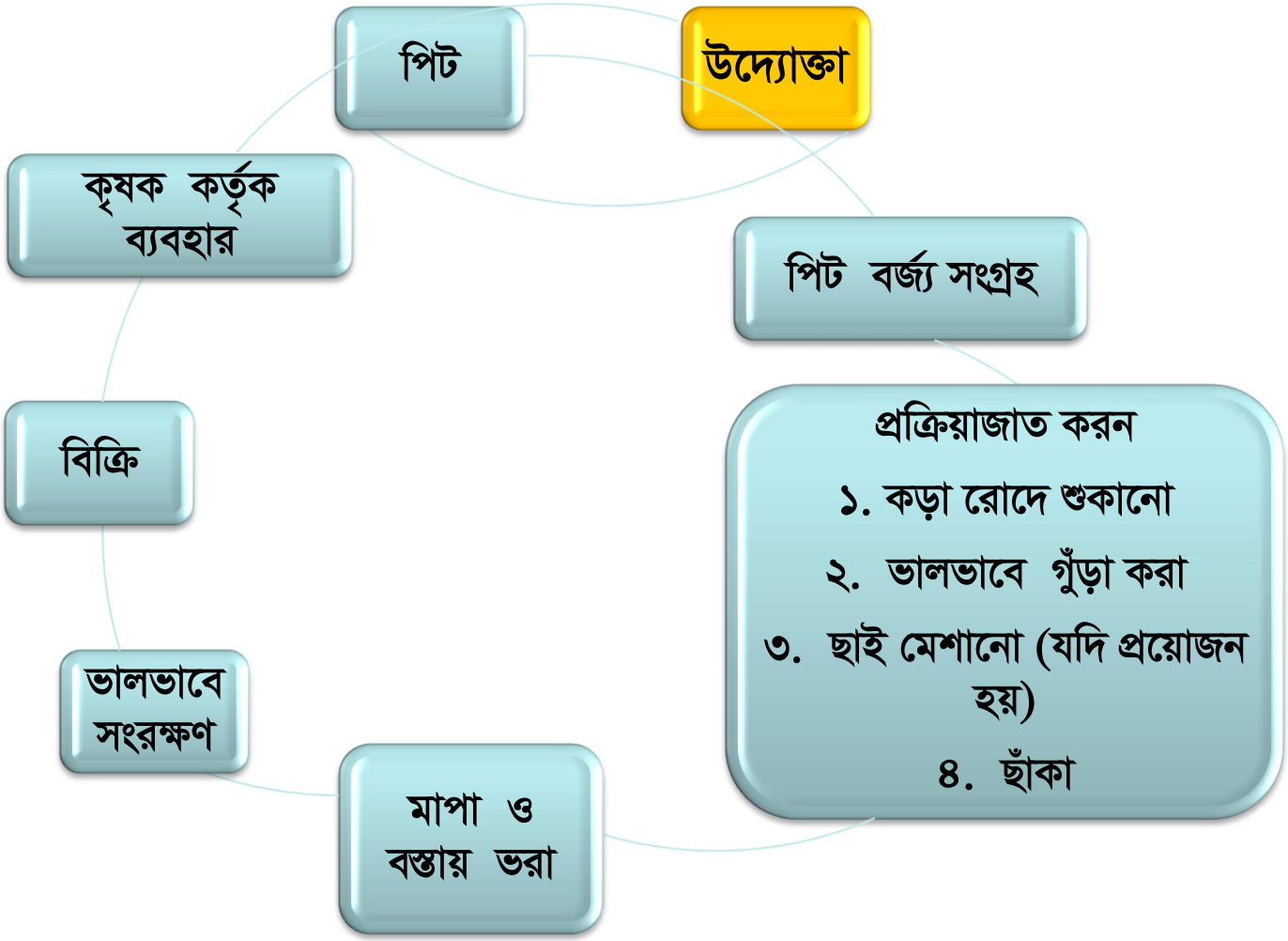
উদ্যোক্তা
পিট
কৃষক কর্তৃক ব্যবহার
পিট বর্জ্য সংগ্রহ
বিক্রি
প্রক্রিয়াজাত করন
১. কড়া রোদে শুকানো
২. ভালভাবে গুঁড়া করা
৩. ছাই মেশানো (যদি প্রয়োজন হয়)
৪. ছাঁকা
ভালভাবে সংরক্ষণ
মাপা ও বস্তায় ভরা

ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারীর মতামতের গুরুত্ব

আসুন আমরা কিছু ছবি দেখি

আমি এই ল্যাটিন ব্যবহারে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগি, কিন্তু আমার বাবা-মা আমার এই প্রয়োজনটা বুঝে না

কৃষকরা কাজ শেষে চলে
যাওয়ার পর যখন
চারিদিক অন্ধকার হয়
আমি শুধু তখনই এই
ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে
পারি

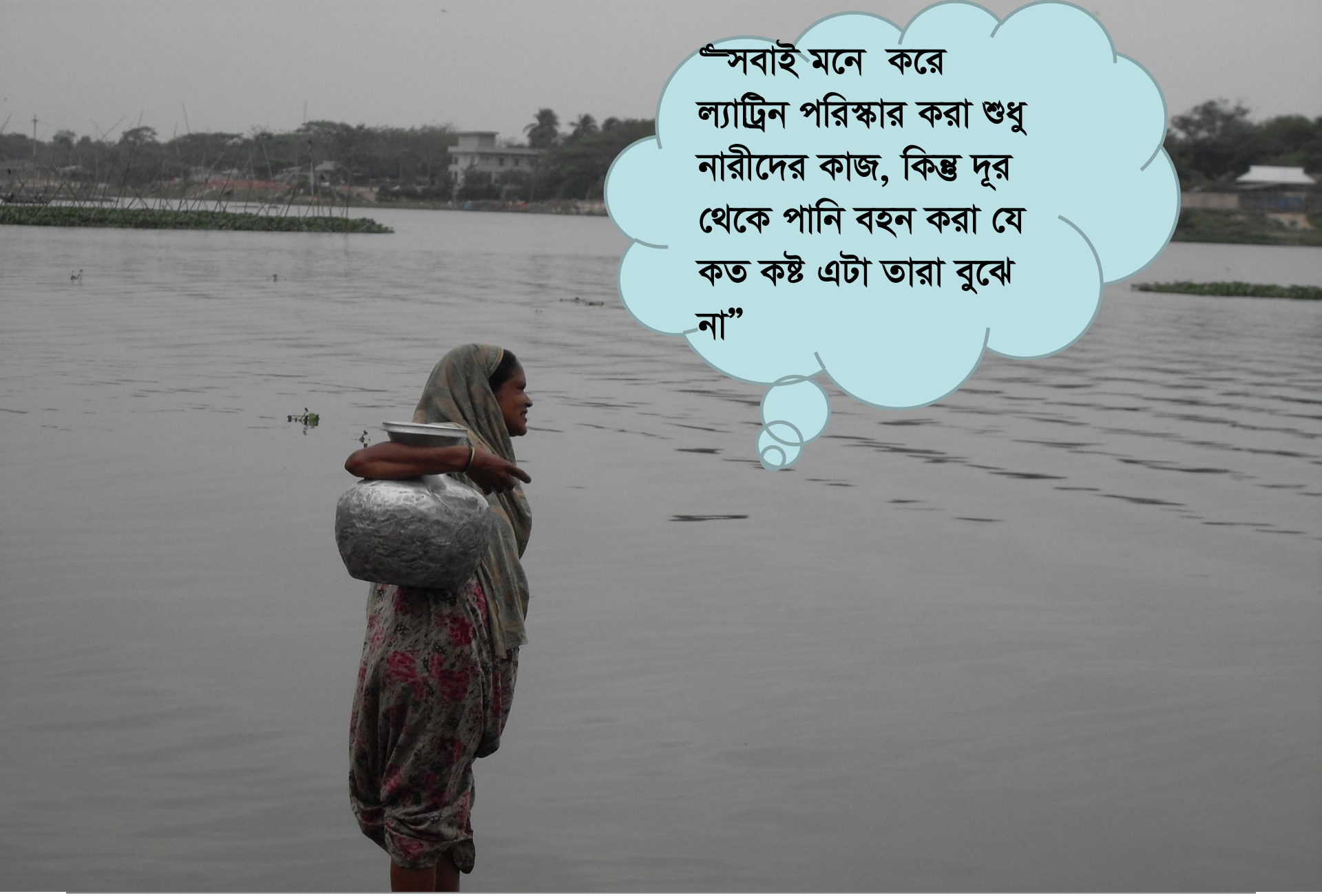
“সবাই মনে করে ল্যাট্রিন পরিস্কার করা শুধু নারীদের কাজ, কিন্তু দূর থেকে পানি বহন করা যে কত কষ্ট এটা তারা বুঝে না”

আমি রাতে এই ল্যাটিন
ব্যবহারে নিরাপত্তাহীনতায়
ভুগি কারন এটা বাড়ি থেকে
অনেক দূরে। আমার স্বামীর
সিদ্ধান্তেই এটা হয়েছে
যেহেতু বাড়ির অন্যান্য
সিদ্ধান্তগুলো তিনিই নেন

আমরা একটা অনুদানকৃত
ল্যাট্রিন পেয়েছিলাম যেটা আমার
স্বামী এমনখানে স্থাপন করে যে
আমরা বেশিরভাগ সময় সেটা
ব্যবহার করতে পারি না

রাস্তারপাশে ল্যাট্রিন হওয়ায় এটা ব্যবহারে আমার অস্বস্থি হয়। ল্যাট্রিন স্থাপনের জায়গা আমার শাশুড়ী ঠিক করেছে কিন্তু আমি দিনের বেলায় এটা ব্যবহার করি না

মাসিককালীন সময়ে আমরা স্কুলে যেতে পারিনা এবং
গুরুত্বপূর্ন ক্লাস গুলিতেও উপস্থিত থাকতে পারি না, এমন কি
এই সময়ে ছেলে/পুরুষ শিক্ষকদের সাথে যৌথ ল্যাট্রিন ব্যহার
করা খুবই অস্বস্থিকর।

আমারা যারা নৌকায়
বাসকরি তাদের জন্য
খুবই কঠিন কিন্তু
পুরুষদের জন্য কোন
ব্যাপারই না।

brac

www.brac.net facebook.com/BRACWorld twitter.com/BRACWorld

brac

www.brac.net facebook.com/BRACWorld twitter.com/BRACWorld

BRAC WASH
CHITALMARI.

স্যানিটেশনের সাথে স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের সম্পর্ক

আয় কম

স্বল্প কর্মক্ষমতা

অসুস্থতা

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ

অশিক্ষা ও বড় পরিবার

দারিদ্রতা

গ্রাম ওয়াশ কমিটি

গ্রাম ওয়াশ কমিটির লক্ষ্য

গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি উন্নয়ন অবকাঠামো তৈরী করা যাতে কর্মসূচির স্থায়িত্ব বিধান করে কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব ।

গ্রাম ওয়াশ কমিটির উদ্দেশ্য

গ্রামের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার, সকল কাজে নিরাপদ পানির ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অভ্যাস সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো ।

- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রাম ও পাড়া ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ।
- নিজস্ব তহবিল গঠন করে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারকে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনয়ন।
- মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কর্মসুচি উন্নয়ন ।
- কর্মসূচির ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে স্থায়িত্বশীল সাংগঠনিক অবকাঠামো তৈরি ।

গ্রাম ওয়াশ কমিটির গঠন কাঠামো

গন্যমান্য/নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (শিক্ষক অগ্রাধিকার)	০১জন সভাপতি
শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রাথমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা)	০১জন সদস্য
মসজিদের ইমাম/ধর্মীয়নেতা	০১জন কোষাধ্যক্ষ
গ্রাম ডাক্তার / ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিনিধি	০১জন সদস্য
স্থানীয় এনজিও/সিবিও (ক্লাব/সমিতি)প্রতিনিধি	০১জন সদস্য
ভিডিপি (মহিলা) সদস্য	০১জন সদস্য
কিশোরী প্রতিনিধি	০১জন সদস্য
স্বাস্থ্যসেবিকা	০১জন সদস্য
অতিদরিদ্র / ভিজিডি কার্ডধারী মহিলা	০১জন সদস্য
পল্লীসমাজের সদস্যা/ব্র্যাক ভিও প্রতিনিধি	০১জন সদস্য
যুব (মহিলা)প্রতিনিধি	০১জন সদস্য সচিব
মোট	১১জন

গ্রাম ওয়াশ কমিটির কার্যক্রম

- স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি
- জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন
- স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা
- আর্সেনিক সমস্যা নিরসন
- নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- তহবিল গঠন
- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
- মনিটরিং

গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের কাজ

০১.কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন।

০২. তহবিল সংগ্রহ ও সম্পদ আহরণের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা।

০৩.নিয়মিত মিটিং করা।

০৪. গ্রামে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করা।

০৫. জনগণের স্বাস্থ্যাভ্যাস পরিবর্তনে গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা।

০৬. ওয়াটসান-সহ অন্যান্য স্যানিটেশন ফোরামে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করা

০৭. প্রত্যেক সদস্যের বাড়ীকে একটি আদর্শ বাড়ী হিসেবে গড়ে তোলা।

(যেখানে স্বাস্থ্যসম্নত পায়খানা, পায়খানায় পর্যাপ্ত পানি, সাবান ও স্যান্ডেল, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা থাকবে। নলকূপের গোঁড়া হবে পাকা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকবে, বাড়ীর পাশে গর্ত থাকবে এবং যেখানে বাড়ীর ময়লা-আবর্জনা ফেলা হবে।)

সভা

সভা

কোন পূর্ব নির্ধারিত বিষয় নিয়ে দুই বা ততোধিক লোকের আনুষ্ঠানিক / অনানুষ্ঠানিক ভাবে একত্রিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে সভা বলে।

সভার উদ্দেশ্য

১. তথ্যের আদান-প্রদান ও মূল্যায়ন

২. সমস্যা নিয়ে আলোচনা

৩. দলীয়ভাবে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা নিরসন

৪. দ্বন্দ্ব নিরসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

৫. উদ্বুদ্ধকরণ

৬. অভিজ্ঞতা বিনিময়

৭. ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহন

৮. দায়িত্ব বন্টন

৯. দলীয় কাজের পরিবেশ সৃষ্টি

সভা পরিচালনার ধাপসমুহ

১. সভাপতির আসন গ্রহণ

২. কুশল বিনিময় ও অনুপস্থিত সদস্যদের খোঁজখবর নেয়া

৩. বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করা

৪. পূর্ববর্তী সভার রেজুলেশন অনুমোদন করা

৫. উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা

৬. পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে সকলকে অবগত করা

৭. বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা

চলমান.....

সভা পরিচালনার ধাপসমুহ

চলমান.....

৮. পারস্পরিক আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

৯. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা

১০. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ

১১. সভার সারাংশ ব্যাখ্যা করা

১২. রেজিস্ট্রার খাতায় রেজুলেশন লেখা

১৩. পরবর্তী সভার দিন, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ এবং সম্মতি গ্রহণ

১৪. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

আসুন আমরা কিছু ছবি আঁকি

কর্মপরিকল্পনা

©Prawny * IllustrationsOf.com/99903

কর্ম পরিকল্পনা তৈরীর ধাপসমূহ

১. কাজের নাম

২. টার্গেট/ লক্ষ্য

৩. বাস্তবায়ন কৌশল সমূহ

৪. সময়কাল

৫. স্থান নির্ধারন / নির্বাচন

৬. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ

৭. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগী যারা

৮. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর মনিটরিং করা

লক্ষীপুর গ্রামওয়াশ কমিটির বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য - লক্ষীপুর গ্রামে পানি ও মলবাহিত রোগ নির্মুল করা।

০১. কাজের নাম ঃ - **স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন নিশ্চিত করা**

০২. টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা ঃ- **৭০টি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন ২২০ টি, ওয়াটারসিল ভাঙ্গা ল্যাট্রিন পুণ:নির্মাণ**

০৩ পদ্ধতি বাস্তবায়ন কৌশল ঃ- **স্থানীয় সম্পদ সমুহ** (বর্তমান সম্পদ সমুহ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সম্পদ সমূহ)

০৪. সময়কাল ঃ- **১২ মাস**

০৫. স্থান নির্বাচন ঃ- **লক্ষীপুর উত্তর পাড়া**

০৬. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ঃ- **কেরামত আলী ,রহমত আলী ,আঃ করিম**

০৭. কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগী যারা ঃ - **ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি**

০৮. কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর গুণগত মান মনিটরিং করা ঃ -**ব্র্যাক কর্মসূচি সংগঠক ও ওয়াশ কমিটির সদস্য**

গ্রাম ওয়াশ কমিটির বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয় কাজের তালিকা	কার্যাবলি বাস্তবায়নের সময়সূচি												বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য
		জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্র	মে	জুন	জুলা	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	
স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক														
পানি বিষয়ক														
স্যানিটেশন বিষয়ক														

গ্রাম ওয়াশ কমিটির দ্বি-মাসিক কর্মপরিকল্পনার ছক

কাজের নাম	টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন কৌশল	সময়কাল	স্থান নির্বাচন	পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ	কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগী যারা	মান মনিটরিং

গ্রাম কর্মপরিকল্পনা তৈরির প্রয়োজনীয়তা

০১. ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা

০২. একজন ভাল পরিকল্পনাকারী নির্ধারিত সময়ে কাজটি সঠিকভাবে করতে পারে

০৩. একজন ভাল পরিকল্পনাকারী দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে

০৪. একজন ভাল পরিকল্পনাকারী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোন কঠিন কাজ সমাধান করতে পারে

০৫. একটি গ্রামের উন্নয়নের জন্য ভাল ব্যবস্থাপক একান্ত আবশ্যক

০৬. নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বার্তা কার্যকরভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

মনিটরিং এর প্রয়োজনীয়তা

১. কাজের ভুলত্রুটি ও অগ্রগতি যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য

২ কাজের গুণগতমানের স্বচ্ছতা আনয়ন করার জন্য।

৩. কমিটির মধ্যে কাজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য।

৪. চলমান কাজের অবস্থান পরিমাপ করার জন্য।

৫. কাজের অগ্রগতি যাচাই করার জন্য।

৬. পরবর্তী পরিকল্পনা নেওয়া সহজ করার জন্য।

৭. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্যে পৌছানো সহজ করার জন্য ।

৮. চলমান কাজের গতিশীলতা বাড়ানোর জন্য।

৯. কাজের বর্তমান অবস্থা জেনে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।

১০.সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য।

রেকর্ড সংরক্ষণের তালিকা

০১. গ্রামের সামাজিক মানচিত্র

০২. সামাজিক তথ্যাবলীর প্রতিবেদন (সামাজিক মানচিত্র থেকে প্রাপ্ত)

০৩. কমিটি মিটিং-এর রেজুলেশন খাতা

০৪. সরকারী বে-সরকারী অফিসে যোগাযোগের চিঠি পত্রের ফাইল

০৫. কর্মপরিকল্পনা ফাইল

০৬. আয় ব্যয় হিসাব রেজিষ্টার

রেকর্ড সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ঃ-

০১. শৃঙ্খলা বজায় থাকে

০২. কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা সহজ হয়

০৩. সঠিক ভাবে কাজের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যায়

০৪. কাজের স্বচ্ছতা বজায় থাকে

০৫. নথিপত্র প্রমাণস্বরূপ দেখানো যায়

০৬. কমিটির সদস্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়

০৭. রিপোর্ট তৈরী করা সহজ হয়

০৮. ভুল ত্রুটি সংশোধন করা সহজ হয়

SOCIAL MEDIA
যোগাযোগ

যোগাযোগ

যোগাযোগ হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া।

যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা

- কার্যক্রম বাস্তবায়নে
- সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে
- সচেতনতা সৃষ্টিকরণে
- নিজ অধিকার সম্পর্কে জানতে
- অন্যের মনোভাব জানতে
- মৌলিক চাহিদা জানাতে
- সমাজের পূর্ব অবস্থা (অতীত) জানতে
- সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে
- সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে

গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রসমূহ

গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা

০১. যোগাযোগের মাধ্যমে সকলকে নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা

০২. যোগাযোগের মাধ্যমে ওয়াশ কর্মসূচির স্বাস্থ্যবার্তা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা

০৩. সমাজের বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যমে ওয়াশ কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা

০৪. ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যমে ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা

০৫. ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করার মাধ্যমে সরকারী সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা

মানচিত্র উপস্থাপনে লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ

- মানচিত্রের উত্তরদিক উপরে এবং দক্ষিণদিক নীচে থাকবে।
- মানচিত্রের বাম পার্শ্বে উপস্থাপক দাঁড়াবেন।
- মানচিত্র এমন জায়গায় প্রদর্শন করবেন যাতে সকল অংশগ্রহণকারী মানচিত্রটি ভাল ভাবে দেখতে পান।
- উপস্থাপকের মানচিত্র সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।
- উপস্থাপনের সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

মানচিত্র উপস্থাপনে সতর্কতাসমূহ

০১. অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ এর গুরুত্ব নাও দিতে পারেন।
০২. মানচিত্র বিষয়ে উপস্থাপকের নিজের ধারণা কম থাকা।
০৩. সঠিকভাবে উপস্থাপন না করতে পারলে হাসির রোল উঠতে পারে।
০৪. অনেকে খেলা হিসেবে নিতে পারেন।

ধন্যবাদ

দ্বিতীয় দিবসে

স্বাগতম

খানা প্রধানকে উদ্বুদ্ধকরণ কৌশলসমূহ

- ব্যক্তিপর্যায়ে আলোচনা করে
- দলগতভাবে আলোচনা করে
- ভাল উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে
- ভাল কাজের প্রশংসা করে
- দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে
- সফলতা অর্জনের সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে

ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যকৌশল সমূহ

০১. এলাকার স্যানিটেশন -এর বর্তমান খারাপ দিকগুলি এবং এর ফলে জনজীবন কিভাবে **ক্ষতিগ্রস্ত** হচ্ছে তা তুলে ধরা।

০২. বিভিন্ন রোগ ব্যাধি বিস্তারের বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা এবং তা থেকে উত্তোরণের উপায় জানতে চাওয়া।

০৩. এডিপির ২০% বরাদ্দের উপর যে ইউনিয়নবাসীর অধিকার আছে তা তারা জানে, সেটা চেয়ারম্যানকে অবহিত করা।

০৪. ২০% টাকা খরচের পরিকল্পনা কিভাবে করা হয়েছে তা জানতে চাওয়া

০৫. এ ব্যাপারে সরকারের (UNO এর মাধ্যমে) পরিকল্পনা কি তা জানতে চাওয়া

০৬. চেয়ারম্যানের ভাল কাজের প্রশংসা করা

ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ -

- চেয়ারম্যানের নিকট যাওয়ার সময় নির্ধারণ করা
- অনুমতি নিয়ে রুমে প্রবেশ
- সালাম দেয়া এবং কুশল বিনিময় করা
- অনুমতি নিয়ে কথা বলা
- সুন্দর ও মার্জিত ভাষা ব্যবহার করা
- তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করা
- যুক্তি দিয়ে কথা বলা
- মার্জিত পোশাক পরিধান করা

নেতৃত্ব

নেতৃত্বের খেলার সম্ভাব্য শিখনসমূহ

০১. নেতাবিহীন কোন কাজ কখনই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয়না।

০২. নেতৃত্ব জোর করে অর্জন করা যায় না, কাজের মাধ্যমে অর্জন করতে হয় ।

০৩. একা একা নেতৃত্ব দেয়া যায়না, চাই সকলের অংশগ্রহণ।

০৪. সঠিক নেতৃত্ব সমাজকে ঠিকভাবে পরিচালিত করে।

০৫. একজন ভাল নেতাকে সকলে অনুসরণ করে।

০৬. একজন আদর্শ নেতা সমাজে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

০৭. সমাজের বেশির ভাগ মানুষ যাকে অনুসরণ করে সেই পারে সমাজ/ গ্রাম পরিবর্তন করতে।

০৮.নেতা ছাড়া সমাজের কোন সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। আসুন তাই সকলে মিলে সমাজ / গ্রাম পরিবর্তনে যোগ্য নেতৃত্ব দেই।

আদর্শ নেতার গুণাবলী

০১. মানুষের প্রতি মমত্ব বোধ থাকা
০২. সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান করতে পারা
০৩.এলাকার সমস্ত খোঁজ খবর রাখা
০৪. হাসিমুখে কথা বলা
০৫.মানুষের বিপদে আপদে এগিয়ে আসা
০৬.এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করতে পারা
০৭. নিরপেক্ষ থাকা
০৮. মার্জিত কথাবার্তা ও ব্যবহার করা
০৯. সবার সাথে সু সম্পর্ক রাখা
১০. সৎ ও চরিত্রবান হওয়া
১১. ধৈর্যসহকারে সকলের কথা শুনা
১২. উপস্থিত বুদ্ধি থাকা
১৩. ত্যাগ স্বীকার এর মানষিকতা
১৪. মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মানসিকতা

ওয়াশ কর্মসূচী বাস্তবায়নে নেতা কি কি ভূমিকা নিতে পারে

০১. গ্রামের সকলের খোঁজ খবর রাখা
০২. স্যানিটেশন নিয়ে গ্রামের সকলের সঙ্গে অলোচনা করা
০৩ গ্রামের সকলের সঙ্গে অলোচনা করে সমস্যা খুজে বের করা
০৪. সম্মিলিত ভাবে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা
০৫. গরিবের সুখে দুঃখে তাদের কাছে যাওয়া
০৬. নিয়মিত গ্রাম ওয়াশ কমিটির মিটিং করা

ওয়াশ কর্মসূচী বাস্তবায়নে নেতা কি কি ভূমিকা নিতে পারে

০৭. ইউনিয়ন পরিষদে যোগাযোগ করা
০৮. WATSAN কমিটির নিকট থেকে রিং-স্লাব আদায় করা
০৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করা
১০. গ্রামের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের নিকট যাওয়া
১১. সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা
১২. অতি দরিদ্রদের সাথে নিয়ে কাজ করা
১৩. কমিটির অন্য সদস্যদের মাঝে কাজের দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া

মানবিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কিছু গুর"ত্বপূর্ণ শব্দ বিন্যাস

- আমি স্বীকার করি আমি ভুল করেছি
- আপনি একটি ভাল কাজ করেছেন
- এক্ষেত্রে আপনার মতামত কী ?
- আপনি কি অনুগ্রহপূর্বক
- আপনাকে ধন্যবাদ
- আমরা

মানবিক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বহীন শব্দ

আমি

সমাজে একত্রে কাজ করা

©greet2k.com

dreamstime.com

দলীয় কাজ

dreamstime.com

দলীয় কাজ

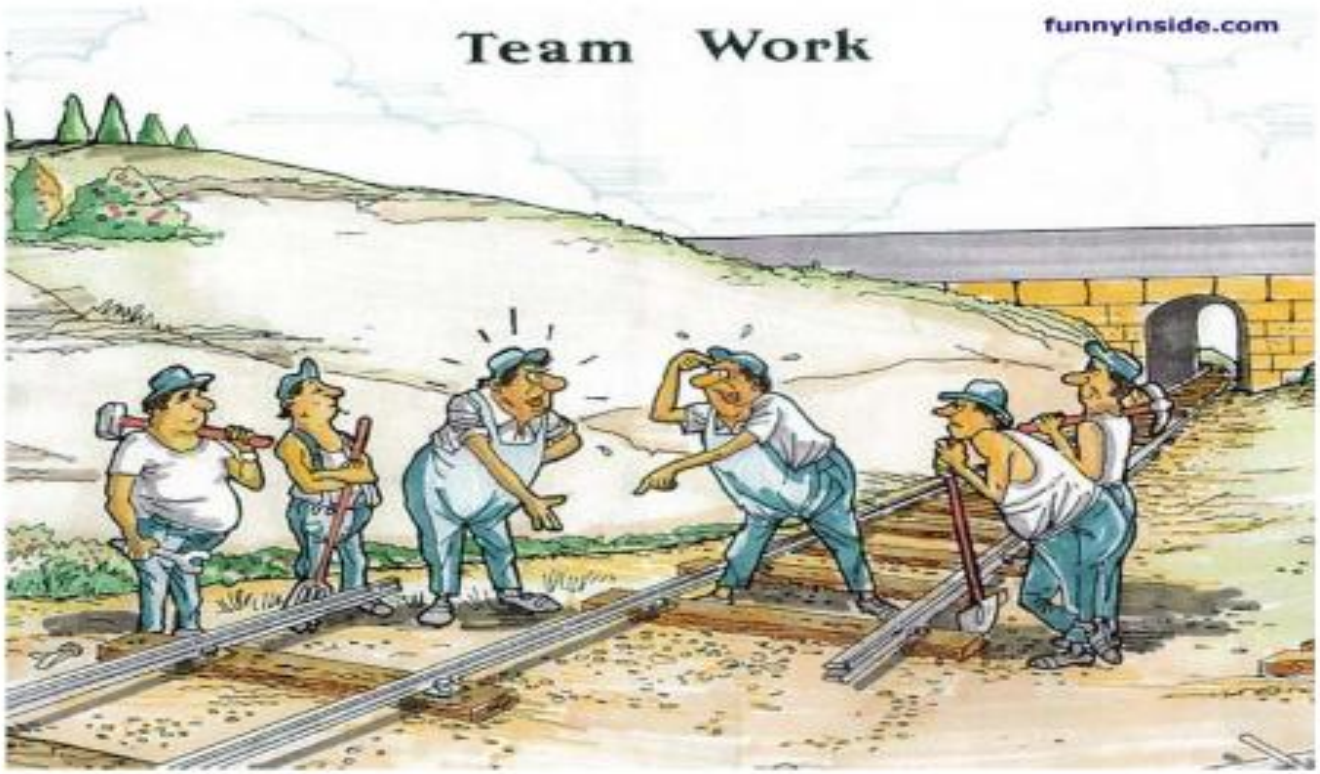

© EPA

Teamwork
ICANHASCHEEZBURGER.COM

সমাজে একত্রে কাজ করার ফলাফল

একটি দল হলো কিছু ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি, যারা অবশ্যই পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের এবং সংস্থার বা কমিউনিটির লক্ষ্য অর্জনে মিলেমিশে কাজ করে এবং সেখানে সবাই একটি ইতিবাচক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

সমাজে একত্রে কাজ করার সম্ভাব্য শিখন

- সম্মিলিত উদ্যোগে সমাজে কল্যাণমূলক যে কোন কঠিন কাজ করা সম্ভব
- দলের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে টীমের গতিশীলতা নির্ভর করে
- পারস্পরিক সহযোগিতায় টীমস্পীড বেড়ে যায়
- দলএর সকল সদস্য সক্রিয় হলে টীমে নতুন নতুন নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে
- দলই কর্মময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে

দলের সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু পরামর্শ

০১. দলের মধ্যে নিজের সমস্যা সমাধান করে বসে থাকলে হবে না অন্যের সমস্যার প্রতি দেখতে হবে।

০২. অনেক সময় নিজের সমস্যার সমাধান অন্যজনের সমস্যা সমাধানের প্রতিবন্ধকতা হতে পারে তা উপলব্ধি করা।

০৩. সমস্যা সমাধানে অন্যের কষ্টকর প্রচেষ্টা উপলব্ধি করতে হবে।

০৪. দলীয় সম্মান ও দল রক্ষার কারণে দলের অন্যের প্রতি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

০৫. দলীয়ভাবে সমাধানের জন্য নিজ সমস্যাকে নিজের মনে না করে দলের মনে করে দলের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে।

০৬. দলের সম্মান ও দল রক্ষার জন্য কাউকে না কাউকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

প্রশিক্ষণোত্তর সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতিসমূহ

১. উপজেলা ওয়াটসান কমিটির সাথে অন্তত মাসে একবার যোগাযোগ রক্ষা করব।

২. প্রত্যেক মিটিংয়ের আলোচ্য বিষয় থেকে অন্তত পক্ষে একটি সমস্যার সমাধান করব।

৩. নিজ উদ্যোগে কমপক্ষে সপ্তাহে ৫ টি বাড়ীতে গিয়ে স্বাস্থ্য বার্তা সঠিক ভাবে পালন করে কিনা দেখব।

৪. গ্রাম ওয়াশ কমিটির প্রতিটি মিটিংএ উপস্থিত থেকে কার্যকর মিটিং পরিচালনায় সহযোগিতা করব।

৫. বিভিন্ন সভায়, মসজিদে, মন্দিরে, দোকানে স্বাস্থ্য বার্তা সম্পর্কে সকলের সাথে আলোচনা করব।

৬. আলোচনা সভার রেজুলেশন নিয়মিত ভাবে লিখব এবং সংরক্ষণ করব।

৭. আমি যেকোন নতুন খবর জানা মাত্রই গ্রামের সকলের সাথে আলোচনা করব।

৮. গ্রাম ওয়াশ কমিটির সকল দায় দায়িত্ব কমিটির সকল সদস্যদের নিয়ে করব।

প্রতিশ্রুতির ছক

কমিটির নাম:.....

থানা :.....জেলা:.....

প্রশিক্ষনের তারিখ:.....হইতে.....পর্যন্ত

প্রশিক্ষনকেন্দ্রের নাম:.....

ক্র নং	অংশগ্রহনকারীর নাম	পদবি	কার্যাবলী সমুহ						
			সম্ভাব্য মিটিংয়ের তারিখ	মডেল বাড়ি সম্ভাব্য তারিখ	ইউনিয়ন পরিষদে যোগাযোগের সম্ভাব্য তারিখ	স্যানিটেশন উৎপাদন কেন্দ্র পরির্দশন সম্ভাব্য তারিখ	মিটিং কর্মপরিকল্পনার সম্ভাব্য তারিখ	অতিদরিদ্র পরিবারে ওয়াশ বার্তা প্রদান	
								পরিবার সংখ্যা	তারিখ

ধন্যবাদ